গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উদ্ভাবনী উপায়ে
বাল্যবিবাহ নিরোধ

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১ আষাঢ় ১৪২৩, ১৫ জুন ২০১৬

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ ও লালনে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্ভাবনী ও বিকল্প উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ এর কার্যক্রম এবং উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।

বাল্যবিবাহ রোধ নারী সমাজের উন্নয়নে অন্যতম চাবিকাঠি। আর নারীর উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এ উপলব্ধি থেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর নারী সমাজের উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ নেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেন। সরকারি চাকুরিতে নারীদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করেন। জাতির পিতাই প্রথম সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত করেন। যা ছিল দেশের ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়নের যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের নারী সমাজের উন্নয়নে কাজ করেছে। আমরা ১৯৯৭ সালের মার্চে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করি। সন্তানের পরিচিতির সাথে বাবার পাশে মায়ের নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করি। নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা ও দারিদ্র্য বিমোচনকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রভাগে স্থান দিয়ে গত সাড়ে ৭ বছরে আমাদের সরকার দেশের নারী সমাজের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি। এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩, ডিএনএ আইন ২০১৪ এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন করেছি। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা ও ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা চালু করেছি। আমরা সিভিল সার্ভিসে সচিব, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃস্থানীয় পদে, ব্যাংকিং সেক্টরে উচ্চ পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে নারীদের নিয়োগ দিয়েছি।

নারীর ক্ষমতায়নে যে সকল কারণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে বাল্যবিবাহ তার অন্যতম। ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত গার্ল সামিটে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহকে শূণ্য করা, ২০২১ সালের মধ্যে ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে সংঘটিত বাল্যবিবাহের হারকে এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কন্যাশিশুকে সঠিকভাবে লালন এবং সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাকে সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছি। মেয়েদেরকে বৃত্তি/ উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রান্তিক এলাকার নারীদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবার উন্নয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বাল্যবিবাহের হার দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বিভিন্ন ধরণের ডাটাবেজ প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে নারী সমাজের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। আমি আশা করি, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের পরিবর্তন ব্যতিরেকে কম খরচে, অল্প সময়ে দেশে বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে বাল্যবিবাহমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ প্রচেষ্টা সফল হবে।

আমি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা
ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ কাজ করে আসলেও বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণে প্রবর্তিত আইন, বিধি বিধানসমূহের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার এখনও ব্যাপক প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। বাল্যবিবাহের জন্য গতানুগতিকভাবে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতাকে দায়ী করা হয়। বাল্যবিবাহের জন্য গতানুগতিকভাবে যে সকল কারণকে দায়ী করা হয় সেগুলো কোন পাত্র-পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেনা, যতক্ষণ না কেউ ঐ বিবাহ পড়িয়ে দেন। সুতরাং যে বা যারা বিবাহ পড়ান বাল্যবিবাহের জন্য মূলত তারাই দায়ী। যিনি বা যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন সে বা তাদের সহায়তা ছাড়া পাত্র/ পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কারো পক্ষেই বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সুতরাং এদেরকে সচেতন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে বাল্যবিবাহের হার দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব এবং এখানেই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্ভাবন।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট উদ্ভাবনী উপায়ে শতভাগ বিবাহকে রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিরোধে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের এ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাল্যবিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

Gauhar Rizvi

(ড. গওহর রিজভী)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে একটি গতিশীল প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষ্য সামনে রেখে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট গঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকে "সবার আগে নাগরিক" এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে উদ্ভাবনী উপায়ে নাগরিক সেবা প্রদানে কাজ করছে এ ইউনিট। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালানো সত্ত্বেও ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের হার ২০১১ সালে ছিল ৬৬%, International Centre for Diarrheal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) এর অপর এক জরিপ অনুসারে ২০১২ সালে ব্যল্যবিবাহের হার ছিল ৬৪%। "State of the world's children- 2009" এর রিপোর্ট অনুসারে ২০-২৪ বয়স গ্রুপের ৬৩% মহিলার বিবাহ ১৮ বছরের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে UNICEF এর সাম্প্রতিক জরিপে খানিকটা আশার আলো রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে বাল্যবিবাহের হার আগের চেয়ে নিম্নগামী হয়েছে। ২০০৬ তে বাল্যবিবাহের হার যেখানে (১৮র নীচে) ৭৪% ছিল বর্তমানে তা ৫২% এ এসে দাঁড়িয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এর উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে নতুন এবং গতানুগতিকতার বাইরে। বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহকে সম্পৃক্ত করে মাঠ প্রশাসনকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে, বাল্যবিবাহ নিরোধ সহজ হবে বলে আমি মনে করি। সরকারি পর্যায়ে প্রচুর কাজ করা হলেও কখনও সেটির প্রকাশনার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়না। বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারি পর্যায়ে গবেষণা ও তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে। বাল্যবিবাহ নিয়ে বেসরকারি উদ্যোগে যত প্রকাশনা ও গবেষণা হয়েছে সরকারি পর্যায়ে তা হয়নি। বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রমে মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনায় তথ্য ভান্ডার নির্দেশিকা হিসেবে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি এ ইউনিটের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম ও নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। প্রকাশিত এ পুস্তিকা বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম পরিচালনায় মাঠ প্রশাসনের জন্য একটি সহায়ক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

বাল্যবিবাহ সারা বিশ্বের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ সমস্যাটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। কম বয়সে বিয়ে হলে কম বয়সে মা হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের হার ২০১৫ সালে ছিল ৫২% এবং ১৫ বছরের নিচে ছিল ২০%। The International Center for Research on Women'র পরিসংখ্যানমতে ১৮ বছরের নিচে সংঘটিত বাল্যবিবাহের হারের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। কম বয়সে বিয়ে হওয়া একটি মেয়ের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশংকাও বেশী থাকে। শারীরিক, মানসিক অক্ষমতা সৃষ্টির পাশাপাশি বাল্যবিবাহের কারণে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ করে বাংলাদেশ বাল্যবিবাহ মুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে এই আমার প্রত্যাশা। আমি এই প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)

সম্পাদকীয়

মোঃ আবদুল হালিম
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সরকারি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন হচ্ছে কোন সমস্যার এরূপ সমাধান যা বিদ্যমান আইন বিধির পরিবর্তন ব্যতিরেকে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কম খরচে, কম সময়ে, স্বচ্ছতার সাথে, হয়রানি ব্যতিরেকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করে। ২০১২ সাল থেকেই এ ইউনিট উদ্ভাবনী উপায়ে বাংলাদেশের বাল্যবিবাহ সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়।

পাত্র বা পাত্রী কারও বয়স আইনে নির্ধারিত ২১ বা ১৮ বছরের কম এরূপ বিবাহই বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত বা সংঘটিত হচ্ছে এটিই সমস্যা এবং এরূপ বিবাহ হতে না দেওয়া বা বন্ধ করাই হচ্ছে এ সমস্যার সমাধান। বাল্যবিবাহের জন্য গতানুগতিকভাবে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা এ কারণগুলোকে দায়ী করা হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্বশর্তের মধ্যে এ কারণগুলো নেই। আইনের দৃষ্টিকোন থেকে বিবাহের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে পাত্র-পাত্রী উভয়ের আইনে বর্ণিত ন্যূনতম বয়স হতে হবে। সুতরাং গতানুগতিকভাবে যে সকল কারণকেই বাল্যবিবাহের জন্য দায়ী করা হয়, সে সকল কারণের জন্য বিবাহ পড়িয়ে দিতে হবে এমন বিধান বাংলাদেশে নেই।

জিআইইউ এর গবেষণায় দেখা গেছে কোন পাত্র বা পাত্রী নিজে নিজে বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেনা, কাউকে ঐ বিবাহ পড়িয়ে দিতে হয়। যতক্ষণ না কেউ ঐ বিবাহ পড়িয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পাত্র-পাত্রী নিজেদেরকে বিবাহিত দাবী বা ঘোষণা করতে পারেনা। সুতরাং যে বা যারা বাল্যবিবাহ পড়ান, বাল্যবিবাহের জন্য প্রধানত/মূলত তারাই দায়ী। যিনি বা যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন সে বা তাদের সহায়তা ছাড়া পাত্র পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কারো পক্ষেই বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সুতরাং এদেরকে সনাক্ত, সচেতন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ উদ্ভাবনকে বাস্তবে প্রয়োগ তথা উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলার বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত

স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে বিবাহ পড়ান এরূপ ৬৫ হাজার ব্যক্তির ডাটাবেজ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় সম্পন্ন করেছে। তাদের সহায়তায় ডাটাবেজ ভুক্তদের ৪৫% কে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বাকীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিকন্তু, জিআইইউ এর উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ডাটাবেজভুক্তদের প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং করতে মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

বিবাহ নিবন্ধকসহ সচরাচর যারা বিবাহ পড়ান, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধি এ পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো তাদের শিখিয়ে দেওয়ার কৌশল এ পুস্তিকায় বিধৃত রয়েছে। তাছাড়া বাল্যবিবাহের মূলোচ্ছেদ করার জন্য এ ইউনিট সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা, মাঠ প্রশাসনের দ্বারা যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়েছে এবং এ ধরণের কতিপয় চলমান উদ্যোগ এ প্রকাশনায় উঠে এসেছে। সুতরাং বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধে কর্মরতগণসহ, নীতি নির্ধারক, গবেষকদের জন্য এটি পাথেয়স্বরূপ হবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

মাঠ প্রশাসনের জন্য ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহ নিরোধে করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি নমুনা কর্মপরিকল্পনা সংযোজণীতে প্রদান করা হয়েছে। এটি শুধু মাঠ প্রশাসনের করণীয় নির্ধারণেই সহায়তা করবেনা, যারা সত্যিকার ভাবেই বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহ মুক্ত দেখতে চান তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণেও সহায়ক হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী বাণী দিয়ে এ প্রকাশনাকে ধন্য করেছেন। এছাড়া মুখ্য সচিব এবং সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বাণী প্রদান ছাড়াও বিশেষ নির্দেশনা, পরামর্শ প্রদান করে এর উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মন্ত্রণালয়, বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু, এ ইউনিটের কর্মকর্তাদের গভীর পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে এ প্রকাশনা। তাদের এ পরিশ্রম সার্থক হোক এ কামনা করছি।

(মোঃ আবদুল হালিম)

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট ১৯

World Girl's Summit এ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
এর উদ্ভাবন ২৩

জিআইইউ'র গবেষণা অনুসারে বাল্যবিবাহের কারণ ২৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে নিবন্ধক ব্যতিত যারা সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিদের সচেতন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কার্যক্রম ২৬

চতুর্থ অধ্যায়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর হতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর নির্দেশনা মতে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ ৩৭

পঞ্চম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ৪৪

পরিশিষ্ট -১: জেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনার নমুনাছক ৫৩

পরিশিষ্ট -২: শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ৫৭

পরিশিষ্ট -৩: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ৫৮

পরিশিষ্ট -৪: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ৫৯
পরিশিষ্ট -৫: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ৬০
পরিশিষ্ট -৬: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো সংক্রান্ত ৬১
পরিশিষ্ট -৭: শিক্ষক/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিতকরণ প্রসঙ্গে ৬২
পরিশিষ্ট -৮: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ৬৩
পরিশিষ্ট -৯: বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ প্রসঙ্গে ৬৪
পরিশিষ্ট -১০: বিবাহ নিবন্ধক ব্যতিত যারা সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গের বিভাগওয়ারী উপাত্ত ভান্ডার (ডাটাবেজ) ৬৬
পরিশিষ্ট -১১: ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ৬৭
পরিশিষ্ট -১২: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও আইনানুগ বিবাহ নিশ্চিতকরণে জেলা পর্যায়ে ব্যবহৃত ছক ৬৮
পরিশিষ্ট -১৩: বাল্যবিবাহ নিরোধে প্রয়োজনীয় আইন/ বিধির প্রযোজ্য অংশ ৬৯
পরিশিষ্ট -১৪: জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করার জন্য পালনীয় শর্তসমূহ ৭২

জনাব মোঃ আবদুল হালিম, মহাপরিচালক জিআইইউ এর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার ছবি।

প্রথম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট

বাল্যবিবাহ সারা বিশ্বের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ সমস্যাটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ছেলে বা মেয়ে যার ক্ষেত্রেই ঘটুক না কেন, বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি শিশুদেরকে কখন এবং কাকে বিয়ে করবে সে অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করে। বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য প্রণীত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বাংলাদেশে ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। ছেলে বা মেয়ে কারো বয়স নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম হলে সে বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসাবে গণ্য। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৮৪তে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায়, পূর্ণ সম্মতি দানের অধিকারকে স্বীকার করে বলা হয়েছে, 'একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মানসিকভাবে পরিপক্ক হতে হবে'। ১৯৩টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত The Convention on the Rights of Child,1989-এ ছেলে ও মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ নির্ধারণের জন্য সকল দেশকে অনুরোধ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গার্ল সামিটে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

ছবি: ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গার্লস সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সরকার, ইউনিসেফ ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালানো সত্ত্বেও ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের হার ২০১১ সালে ছিল ৬৬%, যা বিশ্বের সর্বাধিক বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয় এরূপ দেশগুলোর একটি। International Centre for Diarrheal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) এর অপর এক জরিপ অনুসারে ২০১২ সালে ব্যল্যবিবাহের হার ছিল ৬৪%। "State of the world's children-2009" এর রিপোর্ট অনুসারে ২০-২৪ বয়স গ্রুপের ৬৩% মহিলার বিবাহ ১৮ বছরের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে UNICEF এর সাম্প্রতিক জরিপে খানিকটা আশার আলো রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে বাল্যবিবাহের হার আগের চেয়ে নিম্নগামী হয়েছে। ২০০৬ তে বাল্যবিবাহের হার যেখানে (১৮ এর নীচে) ৭৪% ছিল বর্তমানে তা ৫২% এ এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এখানে ২টি বিয়ের মধ্যে ১টি বাল্যবিবাহ।

২। World Girl's Summit এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার

- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নীচে বাল্যবিবাহকে শূন্য করা;
- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে সংঘটিত বাল্যবিবাহের হারকে এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা ও
- ২০৪১ এর মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি নির্মূল করা ।

টেবিল ১: বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের তথ্য

মোট জনসংখ্যা ('০০০)	১৫৬,৫১১ (২০১৪)	
মোট মহিলার সংখ্যা ২০-২৪ বছর ('০০০)	৭,২৭৮ (২০১৪)	
১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ হয়েছে এরূপ মহিলার সংখ্যা ('০০০)	৩,৮০৬	৫২.৩%
১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ হয়েছে এরূপ মেয়ের সংখ্যা ('০০০)	১,৩১৭	১৮.১%
২০-৪৯ বয়সী মোট মহিলার সংখ্যা ('০০০)	৩৫,৬৮৫ (২০১৪)	
১৮ বছরের পূর্বে বিবাহিত মহিলার সংখ্যা ('০০০)	২২,৪১০	৬২.৮%
১৫ বছরের পূর্বে বিবাহিত মেয়ের সংখ্যা ('০০০)	৯,৭০৬	২৭.২%

Population figures have been estimated from Bangladesh Population and Housing Census, 2011; MICS 2012-2013

সারণী ১ : ১৯৯৩-২০১১ বাংলাদেশে ১৫ ও ১৮ বছরের আগে বিয়ে হওয়ার প্রবণতা

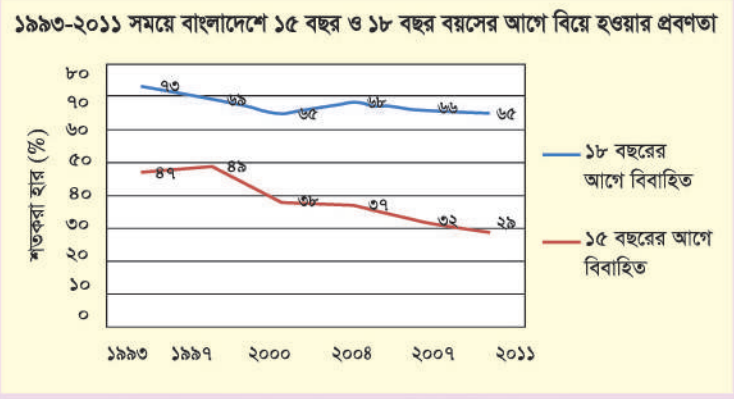

সূত্রঃ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) ১৯৯৩-২০১১

টেবিল ২ : অপেক্ষাকৃত কম ও বেশী বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহে ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের বিয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র

তুলনামূলকভাবে কম বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহ		তুলনামূলকভাবে বেশী বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহ	
জেলা	শতকরা হার (%)	জেলা	শতকরা হার (%)
সিলেট	১৩.৫	মেহেরপুর	৫৩.৭
মৌলভীবাজার	১৫.৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৮.০
সুনামগঞ্জ	১৬.৪	কুড়িগ্রাম	৪৭.৮
চট্টগ্রাম	১৮.৪	চুয়াডাঙ্গা	৪৬.৭
হবিগঞ্জ	২০.৫	বগুড়া	৪৬.৪

(সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিআইডিএস ও ইউনিসেফ, Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh, 2013)

সারণী ২ : ১৫ বছরের কম বয়সের বিবাহের প্রবণতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার সম্পর্ক

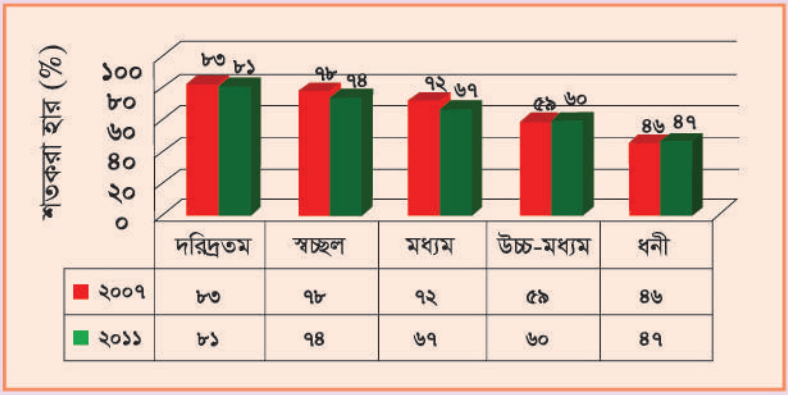

	দরিদ্রতম	স্বচ্ছল	মধ্যম	উচ্চ-মধ্যম	ধনী
২০০৭	৮৩	৭৮	৭২	৫৯	৪৬
২০১১	৮১	৭৪	৬৭	৬০	৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্ভাবন

পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। এ ইউনিট বিষয়টিকে যেভাবে দেখে থাকে, তা হচ্ছে- প্রচলিত আইন, বিধি বিধানের পরিবর্তন ব্যতিরেকে কম খরচে, কম সময়ে এবং জনগণের হয়রানি কমায় এমন বিকল্প উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান বা সেবা প্রদান। যে সমাধান ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান সেবার মানের উন্নতি ঘটায়।

বাল্যবিবাহের জন্য গতানুগতিকভাবে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা এ কারণগুলোকে দায়ী করা হয়। ঐ সকল কারণ থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর সংস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করে আসছে। ঐ সকল কর্মকৌশলের কোথাও অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা থেকে উত্তরণের জন্য বাল্যবিবাহ প্রদানের কথা বলা হয়নি। বাল্যবিবাহের জন্য গতানুগতিকভাবে যে সকল কারণকেই দায়ী করা হোক না কেন ঐ কারণগুলো বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেনা। এমনকি কোন পাত্র-পাত্রী নিজে নিজে বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেনা। একটি বৈধ বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম বিবাহ পড়িয়ে দিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঐ বিবাহ পড়িয়ে না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পাত্র-পাত্রী নিজেদেরকে বিবাহিত বলতে বা ঘোষণা দিতে পারেনা। সুতরাং যে বা যারা বিবাহ পড়ান বাল্যবিবাহের জন্য মূলত তারাই দায়ী। যিনি বা যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন সে বা তাদের সহায়তা ছাড়া পাত্র-পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কারো পক্ষেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সুতরাং এদেরকে সচেতন, সক্ষমতাবৃদ্ধি, দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে বাল্যবিবাহের হার দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের অবস্থাগুলো বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক পাত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম কিন্তু পাত্রী সুন্দরী/ লেখাপড়ায় অমনোযোগী/ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে/ আদৌ লেখাপড়া করেনি/ নদীভাংগা পরিবার থেকে আগত/ দরিদ্র/ এতিম/ গাত্রবর্ণ কালো/ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এরূপ অবস্থায় অথবা পাত্র বিদেশে থাকে/ ভাল পাত্র পাওয়া গেছে/ ছেলেরা টিজ করে/ প্রেমিকের সাথে বিবাহের জন্য জেদ ধরেছে / কোন ছেলের সাথে অশোভন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এর কোন কারণে ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন মেয়েকে বিবাহ প্রদান করা যায় কি? বর্ণিত কারণ গুলোর কোনটিকে বিবেচনায় নিয়ে বিবাহ পড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের আইনে নেই। তাহলে এগুলো বাল্যবিবাহের কারণ হতে পারে না। মূলত বিবাহ সম্পর্কিত আইনগুলোর দুর্বল

প্রয়োগের ফলে ঐ সকল কারণকে অজুহাত হিসাবে তুলে ধরে বাল্যবিবাহকে যৌক্তিক করার অপচেষ্টা চালানো হয়। বাল্যবিবাহ নিরোধে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘকাল ধরে এ সকল উপসর্গকেই বাল্যবিবাহের কারণ মনে করে এসেছেন। উপসর্গ ও সমস্যার পার্থক্য করতে না পারার কারণে এ উপসর্গকেই বাল্যবিবাহের সমস্যা ভেবে তা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আইনানুগ অবস্থান থেকে বাল্যবিবাহের কারণ চিহ্নিত করা প্রয়োজন মর্মে এ ইউনিট মনে করে। এ বিষয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট উদ্ভাবন বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার আলোকে এ সকল সমস্যা নিরূপণ করে তা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধকগণ সরকারি নিয়মনীতি মেনে সংশ্লিষ্টদের তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকেন। ফলে তাদের দ্বারা সম্পাদিত বিবাহসমূহ রেজিষ্ট্রেশন হয়, এক্ষেত্রে বিচ্যুতি কম। কিন্তু বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ যেমন মসজিদের ইমাম/ মোয়াজ্জেন, মাদ্রাসার শিক্ষক, স্কুল/ কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক, মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণির ছাত্র, মৌলভী, ঠাকুর, পুরোহিত, পাড়ার মুরুব্বী এদের দ্বারা সম্পাদিত বিবাহগুলো অনেকক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় আসেনা, আবার এদের জবাবদিহিতাও কম। ভ্রাম্যমাণ আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে হাতে নাতে ধরে এদের শাস্তি দিতে সক্ষম হলেও অনেক ক্ষেত্রে এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতে সক্ষম হন। ফলে এ সুযোগ নিয়ে তারা বাল্যবিবাহ পড়িয়ে থাকেন।

জিআইইউ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে স্থানীয়ভাবে এসব ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে তাদের ডাটাবেজ প্রস্তুত, প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এদের বিবাহ সম্পর্কিত কার্যক্রমের মনিটরিং/ নিয়ন্ত্রণ করে শতভাগ বিবাহকে রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় এনে বাল্যবিবাহকে নিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে ২০১১ সালে বাংলাদেশে বিভাগ ভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বাল্যবিবাহের হার সিলেট বিভাগ সর্বনিম্ন ১৬% এবং রাজশাহী বিভাগ সর্বোচ্চ ৪৩%। গবেষণায় দেখা গেছে সিলেট বিভাগের অভিভাবকগণ বিবাহের সাথে সাথে তা নিবন্ধন বা রেজিষ্ট্রেশনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন বলে এ বিভাগে বাল্যবিবাহের সুযোগ কম।

কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমস্যাকে চিহ্নিত করা। সমস্যা নির্ণয় না করে উপসর্গকে সমস্যা ধরে সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়াকে বিজ্ঞান সম্মত বলা হয়না। সুতরাং বাল্যবিবাহজনিত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন বা বাল্যবিবাহ নিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/ সংস্থার দৃষ্টিকোন থেকে বাল্যবিবাহের কারণসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

জিআইইউ'র গবেষণা অনুসারে বাল্যবিবাহের কারণ

- বিবাহের সহজ পদ্ধতি;
- বিবাহ সম্পাদিত হলে বয়সের কারণে তা কোনভাবে অবৈধ বা বাতিল না হওয়া;
- বিবাহের সময় প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি যাচাই ও সংরক্ষণ না করা;
- বিবাহের একটি বড় অংশ নিবন্ধিত না হওয়া;
- সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বিবাহ পড়ানোয় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে সচেতন বা মনিটর না করা;
- এফিডেভিট ও কোর্ট ম্যারেজের বিষয়ে ভুল ধারণা;
- বিবাহকে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান মনে করা।

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে নিবন্ধক ব্যতিত যারা সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিদের সচেতন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কার্যক্রম

৩.১ ডাটাবেজ প্রস্তুত ও মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে ইতোমধ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ৬৪ জেলার বিবাহ নিবন্ধক বহির্ভূত ৬৫ হাজার ব্যক্তির ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে (পরিশিষ্ট-১০)। জেলা, উপজেলা প্রশাসনের দ্বারা ডাটাবেজ ভুক্তদের ৪৫% কে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বাকীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.২ প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ সংরক্ষণ

- জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত যারা বিবাহ পড়ান তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা ওয়েব পোর্টালে সংরক্ষণ করবে।
- জেলা/ উপজেলায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা, এনজিও, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারকে এ তথ্য ভান্ডার সম্পর্কে জানাতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণের সময় বিবাহ পড়িয়ে থাকে এরূপ সকলের (বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত) মোবাইল নম্বর ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য তথ্যভান্ডারে রাখতে হবে।
- সময়ে সময়ে ডাটাবেজ হালনাগাদ করতে হবে।

৩.৩ প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজের আলোকে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

ক) জিআইইউ'র উদ্ভাবন সম্পর্কে অবহিতকরণ;

খ) বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ প্রয়োগ কৌশল অবহিতকরণ;

গ) ডাটাবেজ প্রস্তুত ও ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান;

ঘ) জেলা পর্যায়ের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের দিকনির্দেশনা প্রদান।

৩.৪ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

- পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিত হওয়া
- বিবাহ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ
- বিবাহস্থলে গমন
- অজুহাত দিয়ে দায় এড়ানো যাবেনা
- যিনি বিবাহ পড়ান বিবাহ নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় তার দায়িত্ব
- আইনানুগভাবে বিবাহ না পড়ানোর শাস্তি

৩.৪ (ক) পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিত হওয়া

- ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর বিয়ের জন্য আইনগতভাবে বয়স নির্ধারিত আছে। কোন অবস্থাতেই বর ও কনের এই আইনগত বয়স নিশ্চিত না হয়ে বিয়ে পড়ানো যাবে না।
  "মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন ২০০৯" বিধিমালা ২৩(ক) অনুসারে বয়স নিশ্চিত হবার জন্য:

(১) জন্ম নিবন্ধন সনদ
(২) বর ও কনের জাতীয় পরিচয় পত্র
(৩) জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট
(৪) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সনদ
এর যে কোন একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করতে হবে।

- পাত্র-পাত্রীর বিয়ের বয়স নিশ্চিত সংক্রান্ত কাগজপত্রাদিসহ বর-কনের যুগল ছবি/ বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে বর ও কনের বিবাহের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর তার বৈধ জন্ম নিবন্ধন সনদ, ভোটার আইডি কার্ড, এসএসসি বা অন্য অনুমোদিত শিক্ষা সনদ যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া;
- উল্লিখিত যাচাইয়ে সন্তুষ্ট না হলে/ সন্দেহ হলে প্রয়োজনবোধে পাত্র-পাত্রীকে স্থানীয়ভাবে তার পাড়া প্রতিবেশীদের সামনে হাজির করে দৈহিক অবয়ব দেখে বয়স নিশ্চিত হতে হবে;
- অন লাইনে বা প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভায় গিয়ে জন্মসনদ যাচাই করা।

৩.৪(খ) বিবাহ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ

- পাত্র-পাত্রীর ছবিসহ যে সকল কাগজ পত্রের ভিত্তিতে বিবাহ পড়ান হয় তার কপি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করণ;

৩.৪ (গ) বিবাহস্থলে গমন ও বিবাহ পড়ানো

- পাত্র-পাত্রীর বয়স পূর্বেই নিশ্চিত হয়ে বিবাহস্থলে গমন।

[একটি বিয়ের আয়োজন এক দিনেই সম্পন্ন হয় না। বিয়ের কথাবার্তা শুরু থেকে বিয়ে সম্পন্ন পর্যন্ত বেশকিছু ধাপে সময় ব্যয় হয়। সুতরাং যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বিবাহ পড়ানোর নিমন্ত্রণ গ্রহণের সময়ে পক্ষগণের নিকট হতে পাত্র-পাত্রীর জন্মসংক্রান্ত কাগজপত্র চেয়ে নিয়ে এবং তা যাচাই করে বয়স নিশ্চিত হতে পারেন। অনুষ্ঠানস্থলে গমনের পূর্বেই পাত্র-পাত্রীর জন্ম সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই করে বয়স নিশ্চিত হলেই তিনি বিবাহ পরাতে রাজি হবেন বা বিবাহস্থলে যাবেন।]

- যে বিবাহ নিবন্ধকের এলাকায় বিবাহ পড়াবেন, সম্ভব হলে তার উপস্থিতিতে বিবাহ পড়ানো;
- পাত্র-পাত্রীর বয়স ও সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিধানের বাইরে অন্য যে কোন বিষয়, যিনি বিবাহ পড়ান তার বিবেচনায় যে আনার সুযোগ নেই তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া ।

৩.৪ (ঘ) অজুহাত দিয়ে দায় এড়ানো যাবে না

- বিবাহস্থলে উপস্থিত হয়ে পক্ষগণের বা প্রভাবশালীদের চাপে কমবয়সী পাত্র-পাত্রীদের বিবাহ পড়াতে বাধ্য হয়েছেন;
- নোটারি পাবলিকের এফিডেভিটের ভিত্তিতে বিবাহ পড়ানো;

উল্লিখিত ২টি ক্ষেত্রে বিবাহ পড়ানো যায় না। এ ধরনের ক্ষেত্রে যিনি বিবাহ পড়িয়েছেন বা পড়াবেন সে বা তিনি দায় এড়াতে পারবেন না তা স্পষ্টভাবে প্রশিক্ষণকালে জানিয়ে দিতে হবে।

৩.৪ (ঙ) যিনি বিবাহ পড়ান বিবাহ নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় তার দায়িত্ব

- কোন কারণে বিবাহ নিবন্ধকের অনুপস্থিতিতে কেউ বিবাহ পড়ালে তার দায়িত্ব হচ্ছে বিবাহ পড়ানোর ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধককে অবহিত করা এবং বর-কনেসহ যে সকল ব্যক্তির বিবাহ নিবন্ধনের জন্য রেজিষ্ট্রারে স্বাক্ষর প্রয়োজন তাদেরসহ বিবাহ নিবন্ধকের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করা; {১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইনের ৫(১) ধারা} তা জানিয়ে দেওয়া ।

৩.৫ (চ) আইনানুগভাবে বিবাহ না পড়ানোর শাস্তি

- বাল্যবিবাহ পড়ালে বা কোনভাবে বাল্যবিবাহের সাথে সম্পৃক্ত (ঘটক, অভিভাবক) থাকলে ১০০০ টাকা জরিমানা এবং ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড আরোপ করা যাবে (ধারা ৪,৫,৬ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯)
- বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত অন্য কেহ বিবাহ পড়ালে এবং নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধককে অবহিত করতে ব্যর্থ হলে অথবা ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইনের ৫ ধারার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে তাকে ৫(৪) ধারায় অনূর্ধ্ব ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা ৩০০০ টাকা জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যাবে।

৩.৬ (ছ) ডাটাবেজভুক্তদের কার্যক্রম মনিটরিং

তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাগ্রহণ

- জেলা/ উপজেলা থেকে তালিকাভুক্তদের এসএমএস দেওয়া;
- তালিকাভুক্তদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বেই উপজেলায় সংবাদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- অবস্থাভেদে উপজেলাকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সাব রেজিষ্ট্রার, সমাজসেবা কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে দিয়ে তালিকাভুক্তদের বিবাহসংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য মোবাইল ফোনে সংগ্রহ করা;

অন্যান্য ব্যবস্থা

- ইউনিয়ন/ এলাকাভিত্তিক ট্যাগ অফিসার নিয়োগ দেওয়া;
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- বিবাহ অনুষ্ঠান ও নিবন্ধনসংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা;
- অন্য কেহ বাল্যবিবাহ পড়াতে পারে বা বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে এমন কোন সংবাদ পেলে তা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া বা বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে দ্রুত অবহিত করা;
- বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদেরকে কাজে লাগানো ।

৩.৭। বাল্যবিবাহ রোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর পরিচালিত সমীক্ষা

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর এ উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার ফলাফল নিরূপনের জন্য একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সাথে এ কাজে সম্পৃক্ত সংস্থা যেমন জেলা প্রশাসক, জেলা রেজিষ্ট্রার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের উপর সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারি অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে দেশের ০৭টি বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে এ সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে। সমীক্ষার প্রাপ্ত সুপারিশমালা নিম্নরূপ:

১। বর্তমান প্রচলিত আইনে শাস্তির আওতা ও মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে।

২। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনগুলোর আরও কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে বিবাহ নিবন্ধকদের অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। সঠিক জন্ম নিবন্ধন সনদ ইস্যু করার বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

৫। উপজেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি এবং বিয়ে সংক্রান্ত একটি তথ্য বাতায়ন করতে হবে।

৬। স্থানীয় প্রভাবশালীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে ইমাম, মুয়াজ্জিনদের প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়াতে হবে।

৮। সকল সংস্থার সমন্বয়ে মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।

৯। ছাত্রী উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

১০। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরীর মাধ্যমগুলো আরও আকর্ষণীয় করতে হবে।

৩.৮ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা ও সভায় অংশ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তথ্য

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক ঢাকায় ও মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায় হতে মোট ১০৩১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

টেবিল ৩: বাল্যবিবাহ বিষয়ক কর্মশালা-প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তথ্য

পর্যায়	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তরের নাম	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২০
	আইন ও বিচার বিভাগ এবং মহানিবন্ধক রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তর	২২
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২০
মাঠ পর্যায়	জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	৭৮১
	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৫৮
	জেলা রেজিস্ট্রার	৪২
	উপ পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৪৮
	মোট =	১,০৩১

৩.৮.১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা ও কর্মশালা:

মহাপরিচালক গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট মার্চ ২০১৪ হতে মে ২০১৬ সময়কালে ৩৮টি জেলায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাবরেজিস্ট্রার, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপ-পরিচালক সমাজসেবাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী, জেলা বারের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, নোটারী পাবলিক, জনপ্রতিনিধি, বিবাহ নিবন্ধক, সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন প্রায় বিশ হাজার ব্যক্তির সাথে বাল্যবিবাহ নিরোধে এ ইউনিটের উদ্ভাবন বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে মতবিনিময় ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

বাল্যবিবাহ নিরোধ/ আইনানুগ বিবাহ অনুষ্ঠান নিশ্চিত করণে মহাপরিচালক মোঃ আবদুল হালিম কর্তৃক মার্চ/ ২০১৪ হইতে মে/ ২০১৬ পর্যন্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

জেলার নাম	অংশগ্রহণকারীর নাম	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
মেহেরপুর	জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব রেজিষ্ট্রার , জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপ-পরিচালক সমাজসেবাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী, সাংবাদিক, নোটারী পাবলিক , জনপ্রতিনিধি, বিবাহ নিবন্ধক, সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ মানুষ, ছাত্র ছাত্রী ইত্যাদি।	৮০+১০০০০= ১০০৮০ মেহেরপুর ষ্টেডিয়ামে বিরাট জনসভায় মত বিনিময়।
ঝিনাইদহ	ঐ	৭৫
কুষ্টিয়া	ঐ	৮৫
ভোলা	ঐ	৪০০
চাপাই নবাবগঞ্জ	ঐ	১৩০
পিরোজপুর	ঐ	৪০০
পটুয়াখালী	ঐ	৩৫০
ময়মনসিংহ	ঐ	৮৫
শরিয়তপুর	ঐ	৬০
কিশোরগঞ্জ	ঐ	১৭৫
নারায়ণগঞ্জ	ঐ	৭০
নেত্রকোনা	ঐ	১৮০
মানিকগঞ্জ	ঐ	৫৫
মুন্সিগঞ্জ	ঐ	৯৫
শেরপুর	ঐ	৬০

জেলার নাম	অংশগ্রহণকারীর নাম	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
ফরিদপুর	জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা	১৫
চুয়াডাঙ্গা	জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব রেজিষ্ট্রার, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপ-পরিচালক সমাজসেবাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী, পাবলিক প্রসিকিউটর, সাংবাদিক, নোটারী পাবলিক, জনপ্রতিনিধি, বিবাহ নিবন্ধক, সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এনজিও, সুশিল সমাজ।	১৫০
ফেনী	ঐ	৬০
সুনামগঞ্জ	ঐ	১৬০
ঠাকুরগাঁও	জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৬০
পঞ্চগড়	ঐ	১০০
বরিশাল	জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মেট্রোপলিটান ও জেলা পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব রেজিষ্ট্রার, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপ-পরিচালক সমাজসেবাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী, সাংবাদিক, নোটারী পাবলিক, জনপ্রতিনিধি, বিবাহ নিবন্ধক, সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, সুশিল সমাজ, এনজিও, ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক, সাধারণ জনগণ।	৪২০০
বরগুনা	ঐ	৪৫০
জামালপুর	ঐ	৯৫
সিরাজগঞ্জ	ঐ	৬০
টাংগাইল	ঐ	১৫০
নোয়াখালী	ঐ	৬০
চাঁদপুর	ঐ	৬৫

জেলার নাম	অংশগ্রহণকারীর নাম	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
রংপুর	জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মেট্রো পলিটান ও জেলা পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব রেজিষ্ট্রার, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপ-পরিচালক সমাজসেবাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী, সাংবাদিক, নোটারী পাবলিক, জনপ্রতিনিধি, বিবাহ নিবন্ধক, সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, সুশিল সমাজ, এনজিও, ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক, সাধারণ জনগণ।	১২০
গাজীপুর	ঐ	৬০
নওগাঁ	ঐ	২২৫
মাগুরা	ঐ	৩২৫
নড়াইল	ঐ	২২৫
রাজবাড়ী	ঐ	১৩০
মৌলভী বাজার	ঐ	১৫০
হবিগঞ্জ	ঐ	৭০
ঝালকাঠি	ঐ	৪৫০
		১৯,৬৮০ জন

৩.১০ জিআইইউ'র উদ্ভাবন বাস্তবায়ন বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা, কর্মশালা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা, নীতি নির্ধারণী সভা ছাড়াও জুলাই ২০১৫ থেকে মে ২০১৬ সময়কালে ৬৪টি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে জেলা ভিত্তিক বাল্যবিবাহ নিরোধ কৌশল ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এ পর্যালোচনা সভা একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়া ই-মেইল ও টেলিফোন এর মাধ্যমে জেলা-উপজেলার সাথে অব্যাহত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

ছবি: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা।

চতুর্থ অধ্যায়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর হতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর নির্দেশনা মতে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ

৪.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বিবাহ নিবন্ধকদের নির্ধারিত কর্মস্থল না থাকায় অনেকক্ষেত্রে তারা সাধারণ জনগণের অগোচরে কাজ করে থাকে এবং তাদের কার্যক্রম দৃশ্যমান হয় না এতে তারা বিভিন্ন রকমের অনিয়ম করার সুযোগ পান মর্মে বাল্যবিবাহ নিরোধে কর্মরত অনেক সংস্থা ধারণা করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তারা বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় প্রকাশ্য স্থানে নিয়ে আসার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। এ প্রেক্ষাপটে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ জেলা প্রশাসকগণকে যে স্থানে সম্ভব বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরের নির্দেশ প্রদান করে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ১২০৯ জন বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করা হয়েছে। আরও বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.২ আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(ক) নোটারি পাবলিকগণ এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে বা তালাক পড়াতে বা নিবন্ধন করতে পারেনা

নোটারি পাবলিক এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে বা তালাক পড়াতে বা নিবন্ধন করতে পারেনা এ বিষয়টি জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণের জন্য এ ইউনিটের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগ নির্দেশনা জারি করে। এতে নোটারী পাবলিক কতৃক পাত্র-পাত্রীর কেবলমাত্র একটি ঘোষণা সম্বলিত এফিডেভিটের মাধ্যমে তথাকথিত বিয়ে পড়ানো হচ্ছে, যা আইনে মোটেও স্বীকৃত নয় বিধায় নোটারী পাবলিকগণকে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে/ তালাক পড়াতে বা নিবন্ধন না করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) মুসলিম ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকগণকে অধিক্ষেত্রের মধ্যে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ

উল্লিখিত বিষয়ে এ ইউনিটের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল জেলা রেজিষ্ট্রারকে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছে। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯ এর ১৩ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি নিকাহ্

রেজিষ্ট্রারকে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৩ এর ১০ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি হিন্দু বিবাহ নিবন্ধককে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উভয় বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রিকরণ অসদাচরণের সামিল এবং উহা নিবন্ধন বাতিলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং মুসলিম নিকাহ রেজিষ্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকগণ যাতে অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন করতে না পারে সে ব্যাপারে সকল নিকাহ রেজিষ্ট্রার ও বিবাহ নিবন্ধককে জ্ঞাত করাতে ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সকল জেলা রেজিষ্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) কাবিননামায় সিল দিয়ে নিকাহ রেজিষ্ট্রার দায় এড়াতে পারে না

পক্ষ গণ মিথ্যা তথ্য দিলে নিকাহ রেজিষ্ট্রার দায়ী নয় মর্মে কোন লেখা বা সিল নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারগণ ব্যবহার না করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সকল জেলা রেজিষ্ট্রারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) নিবন্ধিত বিবাহের তথ্য সংগ্রহ

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা ২০০৯ এর ৩৮ বিধিতে প্রতি বছরে নিবন্ধিত বিবাহের তথ্য জেলা রেজিষ্ট্রার কর্তৃক মহানিবন্ধক, নিবন্ধন অধিদপ্তরকে প্রদান ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অনুলিপি প্রদানের বিধান রয়েছে। মহানিবন্ধক, নিবন্ধন অধিদপ্তর সকল জেলার তথ্য একীভূত করে সারা বাংলাদেশের বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে এ বিধিটি আক্ষরিক ভাবেই কার্যকর করতে সচেষ্ট রয়েছে।

ছবি: মাঠ পর্যায় থেকে আগত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে কর্মশালা।

টেবিল ৪: ২০১৩ ও ২০১৪ সালের জেলাভিত্তিক নিবন্ধিত বিবাহের তথ্য

জেলা	২০১৩ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহের সংখ্যা	২০১৪ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহের সংখ্যা	জেলা	২০১৩ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহের সংখ্যা	২০১৪ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহের সংখ্যা
ঢাকা	৩৪৩৭৯	৩৪৪৯৭	রাজশাহী	১৬৮৫১	১৬২১২
নারায়ণগঞ্জ	৯২৩৭	৯৮৬৭	নাটোর	৭০৫০	৭৮৭৭
মুন্সিগঞ্জ	৯৩৭৩	৯২৯৭	নওগাঁ	১২৮২৫	১৩২৮০
মানিকগঞ্জ	৬১২৫	৫৮৯২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৩১৩১	১৪৮৮৪
গাজীপুর	১৪২৬৯	১৬৬৮২	পাবনা	১৯৮২৬	২১৭২৭
নরসিংদী	৭৭৭৫	৮১৩৪	সিরাজগঞ্জ	১৭১২১	১৬৫২৪
টাঙ্গাইল	১৯৪০০	১৯৩৭৯	বগুড়া	১৮৯৬৮	২১১০৩
কিশোরগঞ্জ	২০৫১৭	২০৮০২	জয়পুরহাট	৪৫২৪	৪৪৮৫
ফরিদপুর	৮৯৬১	৮৭৮৯	**রাজশাহী বিভাগ**	**১১০২৯৬**	**১১৬০৯২**
রাজবাড়ী	৬৫৪৫	৬৭২২	খুলনা	১৪৪৪৮	১৪৬৭৬
মাদারীপুর	৪৮৭৭	৪৭৪৫	সাতক্ষীরা	৯৯৩০	১০৩৪৪
শরীয়তপুর	১১৫৯৮	১৪৫৬৮	বাগেরহাট	৯৩৯৪	৯৫২০
গোপালগঞ্জ	৩৩৮৩	৩৫৫৯	যশোর	১৪৮৯০	১৫১৮৩
ঢাকা বিভাগ	**১৫৬৪৩৯**	**১৬২৯৩৩**	ঝিনাইদহ	৪৯৫২	৫০২০
ময়মনসিংহ	২১৬২২	২৮২৪৯	মাগুরা	৫২৭৫	৫০৫২
শেরপুর	৬৪৬৮	৮৫৩০	নড়াইল	৩৬১৭	৩৫০৭
জামালপুর	১১৯৬৮	১১৩২৬	কুষ্টিয়া	১৭২৩০	১৭২০৬
নেত্রকোনা	৯৩৭২	৯৩৬৪	মেহেরপুর	২০৭২	২০২৬
ময়মসিংহ বিভাগ	**৪৯৪৩০**	**৫৭৪৬৯**	চুয়াডাঙ্গা	৭০০৩	৬৪৯১
চট্টগ্রাম	৮৮৮১৩	৯০৫৬১	**খুলনা বিভাগ**	**৮৮৮১১**	**৮৯০২৫**
কক্সবাজার	১৮৮২৯	১৮৬৯৭	বরিশাল	১৩০৬৯	১৬৪০৪
কুমিল্লা	৩০০৯৬	৩১৬৮৯	ঝালকাঠি	৪৪৯৫	৪৬৯২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৭৭০	১৮৯১২	পিরোজপুর	৮৩৩৩	৮৫১২
চাঁদপুর	১৩৮৫৬	১৩৯৭৪	পটুয়াখালী	৯২৩৩	৯৬৬৩
নোয়াখালী	২৭৪২৫	২৮৫৫১	ভোলা	৭৫০৪	৭৭০০
লক্ষ্মীপুর	৬২০৩	৬০৫০	বরগুনা	৬৬৮১	৭২৬৪
ফেনী	১২৮০২	১২৫৯৩	**বরিশাল বিভাগ**	**৪৯৩১৫**	**৫৪২৩৫**
রাঙ্গামাটি	১৪০৪	১৪৫৭	রংপুর	৩৫০০	৩৭১৫০
বান্দরবান	১০৩৮	১১৫০	লালমনিরহাট	৪৮৮৯	৫০৮০
খাগড়াছড়ি	১২০৫	১১৫৭	কুড়িগ্রাম	১৪৬০০	১৪১০৭
চট্টগ্রাম বিভাগ	**২১১৪৪১**	**২২৪৭৯১**	নীলফামারী	৮৯১০	৭৯৯০
সিলেট	২১৮৩৮	২৩৫৭৯	গাইবান্ধা	১৫৯৬৭	১৫৭০৫
হবিগঞ্জ	১৩১৩৮	১৩৬১০	দিনাজপুর	১৮০২১	১৫০৭৪
সুনামগঞ্জ	৩৪৮৪	৩১৩৬	পঞ্চগড়	৬৭৬৮	৫৭৫০
মৌলভীবাজার	৯০১০	৯১৮০	ঠাকুরগাঁও	৪১৩৮	৩৫৫৮
সিলেট বিভাগ	**৪৭৪৭০**	**৪৯৫০৫**	**রংপুর বিভাগ**	**৭৬৭৯৩**	**১০৪৪১৪**
			বাংলাদেশ	**৭৮৯৯৯৫**	**৮৫৮৪৬৪**

উৎস: আইন ও বিচার বিভাগ,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

টেবিল ৫: ২০১৩ সাল থেকে ২০১৪ সালে যে সকল জেলায় নিবন্ধিত বিবাহ হ্রাস পেয়েছে:

জেলা	২০১৩	২০১৪	জেলা	২০১৩	২০১৪
মন্সিগঞ্জ	৯৩৭৩	৯২২৭	মাগুরা	৫২৭৫	৫০৫২
ফরিদপুর	৮৯৬১	৮৭৮৯	নড়াইল	৩৬১৭	৩৫০৭
মাদারীপুর	৪৮৭৭	৪৭৪৫	কুষ্টিয়া	১৭২৩০	১৭২০৬
নেত্রকোনা	৯৩৭২	৯৩৬৪	মেহেরপুর	২০৭২	২০২৬
কক্সবাজার	১৮৮২৯	১৮৬৯৭	চুয়াডাঙ্গা	৭০০৩	৬৪৯১
লক্ষ্মীপুর	৬২০৩	৬০৫০	নীলফামারী	৮৯১০	৭৯৯০
খাগড়াছড়ি	১২০৫	১১৫৭	গাইবান্ধা	১৫৯৬৭	১৫৭০৫
সুনামগঞ্জ	৩৪৮৪	৩১৩৬	দিনাজপুর	১৮০২১	১৫০৭৪
সিরাজগঞ্জ	১৭১২১	১৬৫২৪	ঠাকুরগাঁও	৪১৩৮	৩৫৫৮
জয়পুরহাট	৪৫২৪	৪৪৮৫	পঞ্চগড়	৬৭৬৮	৫৭৫০

টেবিল ৬: যে সকল জেলায় ২০১৩ সাল থেকে ২০১৪ সালে বিবাহ নিবন্ধন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে:

জেলা	২০১৩	২০১৪
ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	৯৭৭০	১৮৯১২
রংপুর	৩৫০০	৩৭১৫০

ছবি: হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা।

৪.৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা সমমানের প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ পড়িয়ে থাকে। স্বীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশনা পেলে তারা আইনানুগভাবে বিবাহ পড়াতে ও নিবন্ধন করাতে উদবুদ্ধ হবে মর্মে এ ইউনিট বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে পরামর্শ পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় শিক্ষক, কর্মচারীগণকে বিবাহ পড়ানোয় নিরুৎসাহিত করা এবং একান্তই পড়ালে বর-কনের ন্যূনতম বয়স নিশ্চিত হয়ে বিয়ে পড়ানো, কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে মর্মে নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করেছে।

৪.৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিত করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে বিয়ে পড়ানো আবশ্যক হলে আইনে নির্ধারিত পাত্র-পাত্রীর ন্যূনতম বয়স নিশ্চিত বিয়ে পড়াতে, কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে এবং বিবাহ নিবন্ধনের বিষয়টিও তাকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

৪.৫ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন

নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার নন মসজিদের এমন ইমাম/ মোয়াজ্জেনকে বিবাহ পড়াতে নিরুৎসাহিত করে পত্র জারি করা হয়েছে। একই সাথে জুমার খুতবার পূর্বে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য প্রদানের জন্য ইমামগণকে প্রশিক্ষণকালে পরামর্শ প্রদানের জন্য জেলা উপজেলা পর্যায়ের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাদের পত্র প্রদান করা হয়েছে।

৪.৬ তথ্য মন্ত্রণালয়

বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত আছে। এছাড়া বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বেতারে এতদ্সংক্রান্ত তথ্যচিত্র/ অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২টি ডকুড্রামা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রচার করেছে।

৪.৭ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এ মন্ত্রণালয় থেকে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে আধা সরকারি পত্র প্রদান করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যপরিধিতে বাল্যবিবাহ রোধকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ডাটাবেজভুক্তদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচিভুক্ত করে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া জিআইইউ'র নির্দেশনার আলোকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত মাসিক তথ্য সংগ্রহ করছে।

অধিকন্তু, **'Girls not Bride'** এ শ্লোগানসহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এ মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম জোরদার করেছে।

৪.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ডাটাবেজভুক্তদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করেছে।

৪.৯ জেলা প্রশাসন/ উপজেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সহ নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রচারনা চালানো হচ্ছে। ২০১৩-২০১৫ সালে ৭টি বিভাগে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা টেবিল ৭ এ দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৭: ২০১৩-২০১৫ সালে বাংলাদেশে প্রতিরোধকৃত বাল্য বিবাহের সংখ্যা

ক্রমিক	বিভাগ	প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা		
		২০১৩ সাল	২০১৪ সাল	২০১৫ সাল
১	ঢাকা	৫০১	৭২০	৭৯০
২	চট্টগ্রাম	৪৮৬	৭৭২	১,১৮৩
৩	রাজশাহী	৭৭৫	৯,২২০	১০,৪৮৩
৪	খুলনা	৫৫২	৯৩৬	১,৩২১
৫	সিলেট	১২৬	১৮৮	২১০
৬	বরিশাল	২৬০	৪৫০	৫২৪
৭	রংপুর	৫৬৬	১,০৪৮	১,১৯৪
	সর্বমোট =	**৩,২৬৬**	**১৩,৩৩৪**	**১৫,৭০৫**

সূত্র- বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ

পঞ্চম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

৫.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ জাতীয় ভাবে বাল্যবিবাহ নিরোধ তথা শতভাগ বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সম্পৃক্ত থাকলেও মূলত মাঠ প্রশাসনের সক্ষমতার উপরে এর বাস্তবায়ন নির্ভর করে। সরকারের সংস্কার ধর্মী কাজ বাস্তবায়ন ও সংস্কারের সুফল জনগণের নিকট পোঁছাতে গিয়ে জিআইইউ'র গোচরে এসেছে যে ফলাফলকে বিবেচনায় নিয়ে কর্মসম্পাদনের সংস্কৃতি গণখাতে সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ফলাফল ভিত্তিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালু হওয়ার পথে। কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তদের সামনে উদ্দেশ্য পরিস্ফুটিত না থাকলে ইপ্সিত ফলাফল অর্জন দুরূহ। বাল্যবিবাহ নিয়ে উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে বাল্যবিবাহ রোধের সাথে জড়িতরা স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান বাল্যবিবাহের হার এবং তাকে কোন পর্যন্ত কমাতে হবে সে সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা নেই। বাংলাদেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি (২০১৫ সালে ৭১%), দারিদ্র্য ব্যাপক হারে হ্রাস (২০১৪ সালে ২৪.৮%), মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। অথচ কোন প্রকার গবেষণা ছাড়াই এখনো দারিদ্র্য, শিক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা, অসচেতনতাকে বাল্যবিবাহের উচ্চ হারের জন্য দায়ী করে তা সমাধানে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। গতানুগতিক ও মুখস্ত এ ধারণা থেকে বেরিয়ে বাল্যবিবাহের জন্য চিহ্নিত কারণ নিরসনের কৌশল এ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উঠে এসেছে ।

মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর, কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ হলে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব, তাদের ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর হার বেশী, বিভিন্ন জরিপ অনুসারে এ সকল বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক জানে । এ সকল ক্ষেত্রে পাকিস্তান বা ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে এ দেশের লোকের জানার বা জ্ঞানের পরিধি অনেক বড়। তা সত্ত্বেও তারা কন্যা সন্তানকে অবলীলায় বাল্যবিবাহে বাধ্য করছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনসাধারণ বাল্যবিবাহ বিষয়ে জানেনা বা সচেতন নয় সেটি বড় সমস্যা নয়, বরং এখানে মুখ্য সমস্যা হচ্ছে তারা জানে কিন্তু মানেনা। সুতরাং বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বাল্যবিবাহ নিরোধের কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে আইন মানানোকে মুখ্য এবং সচেতনতা বৃদ্ধিকে গৌণ হিসাবে ধরতে হবে। এ কৌশলের উপর ভিত্তি করেই মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর সংস্থা/ মাঠ প্রশাসন ও এ ক্ষেত্রে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার চলমান কর্মকৌশল পরিবর্তনে

জিআইইউ প্রভাবকের (catalyst) ভুমিকা পালন করছে । জিআইইউ'র এ উদ্ভাবনে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন ও বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের বিতর্কে না জড়িয়ে বা আইন প্রণয়নের অপেক্ষায় না থেকে বিদ্যমান আইন বিধির আওতায় বাল্যবিবাহ নিরোধের সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করা হয়েছে ।

৫.২ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরসনে এ ইউনিট তিনটি পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করেছে। এ কৌশল বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংযুক্ত দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অধস্তন অফিসসমূহ-

ক) জাতীয় পর্যায়-

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

খ) মাঠ পর্যায়- জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অধস্তন অফিসসমূহ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা রেজিষ্ট্রার, উপ পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপ পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সাব রেজিষ্ট্রার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, বিবাহ নিবন্ধক ও সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ।

গ) অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা- আন্তর্জাতিক সংস্থা/ প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিকস মিডিয়া, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং এনজিও ।

৫.৩ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর সংস্থার করণীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নিম্নে তুলে ধরা হল।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১। বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ এর নির্দেশনার আলোকে তৈরিকৃত জেলার মডেল কর্মপরিকল্পনাকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্ত করা; ২। জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা মাসিকভাবে অনুষ্ঠান ও সে সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রমের অগ্রগতি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জিআইইউ প্রণীত মডেল পরিকল্পনার আলোকে পর্যালোচনা নিশ্চিত করা; ৩। ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম জোরদারকরণ।
আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন	৪। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধক আইন ১৯৭৪ এর ৩ ধারা মতে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন ও প্রতিটি বিবাহকে রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় আনার কার্যকর কৌশল নির্ধারণ ও তদানুসারে বিবাহ নিবন্ধকদের দায়িত্ব নির্ধারণ; ৫। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪ কে মোবাইল কোর্টের তফশিলভুক্ত করা; ৬। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সকল সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যক্রমের বিশেষ তদারকি কার্যক্রম গ্রহণ করা; ৭। জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব-রেজিষ্ট্রারদের বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যক্রম তদারকি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; ৮। জেলা রেজিষ্ট্রার ও সাব-রেজিষ্ট্রারদের বিবাহ নিবন্ধক গণের কার্যালয় পরিদর্শন বৃদ্ধি করা; ৯। কাবিননামা রেজিষ্ট্রার বা রেজিষ্ট্রারের পাতার বৈধ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন	১০। সকল নিকাহ নিবন্ধকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ২০১৮ সালের মধ্যে নিশ্চিত করা। আইন মন্ত্রনালয় এক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন এনজিওদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে; ১১। কাবিননামায় বর কনের যুগল ছবি সংযুক্তির ব্যবস্থা করা; ১২। কাবিননামায় বিবাহের তারিখ লিখার কলাম সংযোজনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; ১৩। নিকাহ/ বিবাহ নিবন্ধকদের সহকারিদের দায়িত্ব সুনিশ্চিত করে নির্দেশনা জারি; ১৪। বিবাহের প্রাক্কালে বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে নির্দেশনা জারি; ১৫। বিবাহ যারা পড়ান তাদের সাথে বিবাহ নিবন্ধকের সম্পর্ক নির্ধারণ করা; ১৬। ১০০% বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ টার্গেটকে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্ত করা; ১৭। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন অনুসারে ১০০% বিবাহের নিবন্ধন ২০১৮ সালের মধ্যে নিশ্চিত করণ। ১৮। মন্ত্রণালয়ের বিবাহ নিবন্ধন সংক্রান্ত অধিশাখাকে ১০০% বিবাহ নিবন্ধনের লক্ষ্যে একটিভ করা; ১৯। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৯ এর ৩৮ ধারা মতে জেলা রেজিষ্ট্রারগণ আইন মন্ত্রণালয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রেরণ নিশ্চিত করা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের ডাটাবেজভূক্ত ব্যক্তিবর্গকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২১। বাল্যবিবাহ নিরোধে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মামলা দায়েরের ক্ষমতা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ; ২২। আইনানুগভাবে বিবাহ সম্পাদন ও বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা চালানো; ২৩। বাল্যবিবাহ নিরোধে মামলা দায়ের ও প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার মনিটরিং করা; ২৪। সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রদান থেকে বিরত রয়েছে এমন অভিভাবককেম বিভিন্ন সরকারি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা; ২৫। বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জেলা ও উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিতের জন্য জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যক্রম মনিটর জোরদার করা; ২৬। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে অন্তর্ভুক্ত করা; ২৭। অসহায়, দরিদ্র ও বাল্যবিবাহের শিকার হতে পারে এমন মেয়ে শিশুদের বিশেষ সহায়তা প্রদান। তাদের স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।
ধর্ম মন্ত্রণালয়/ ইসলামিক ফাউনডেশন	২৮। ইমাম প্রশিক্ষণে ডাটাবেজভুক্ত ইমামদের অন্তর্ভুক্ত করে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা ও সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া; ২৯। বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত কেউ বিবাহ পড়ালে রেজিষ্ট্রেশনের বিষয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা; ৩০। জুমার খুৎবার পূর্বে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা করবে এবং প্রয়োজনে কনটেন্ট তৈরী করে দেয়া; ৩১। খুৎবার পূর্বে আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান ও নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা বিষয়ে ইমামগণ বক্তব্য রাখছেন কিনা তা দৈব চয়নের ভিত্তিতে যাচাই করা;

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩২। ইউনিয়ন পরিষদে বিবাহ নিবন্ধকগণের অফিস স্থানান্তর সম্পূর্ণ করা; ৩৩। জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশনা প্রদান; ৩৪। সরকারের বিভিন্ন ভাতা/ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সম যোগ্যতা সম্পন্নদের মধ্যে সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রদান করেনি এমন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা; ৩৫। শতভাগ জন্মনিবন্ধন ও জন্ম নিবন্ধনকে অন লাইনে আনয়ন; ৩৬। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রতিপালনে ইউনিয়ন পরিষদকে দক্ষ করা ।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৭। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা ; ৩৮। বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের কোন ছাত্রী ড্রপ আউট হতে না পারে তা মনিটরিং করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারী করা; ৩৯। বিবাহ পড়ানোয় শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরুৎসাহিত করে জারিকৃত পত্রের অগ্রগতি মনিটর করা;
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪০। বিবাহ পড়ানোয় শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরুৎসাহিত করে জারি করা পত্রের ফলোআপ করা;
তথ্য মন্ত্রণলয়	৪১। বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বেতারে তথ্যচিত্র/ অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখা ; ৪২। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধমূলক প্রচারণা অব্যাহত রাখা;

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪৩। নিরাপত্তাহীনতার কারণে কোন অভিভাবক তার কন্যা সন্তানকে বাল্যবিবাহ প্রদানে বাধ্য হয়েছেন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব প্রতিহত করা; ৪৪। ইভটিজিং বন্ধসহ শিশু কিশোরীদের নিরাপত্তা প্রদান ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালতসহ স্থানীয়ভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নিয়োজিত সকল বিভাগকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা জোরদার করা;
সমাজসেবামন্ত্রণালয় এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৪৫। অসহায়, দরিদ্র ও বাল্যবিবাহের শিকার হতে পারে এমন মেয়ে শিশুদের সরকারের বিশেষ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি ভুক্ত করা; ৪৬। সরকারের বিভিন্ন ভাতা/ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সম যোগ্যতা সম্পন্নদের মধ্যে সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রদান করেনি এমন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা।

ছবি: মহাপরিচালক জিআইইউ কর্মশালায় আগত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।

৫.৪ জেলা, উপজেলা পর্যায়ের জন্য কৌশল

বাল্যবিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি এবং একে ইপ্সিত যে পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে সে বিষয় ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আদলে একটি মডেল/ নমুনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে জিআইইউ সকল জেলা প্রশাসককে প্রদান করেছে। এ কর্মপরিকল্পনাকে পূর্নাঙ্গভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা রেজিষ্ট্রার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ সহ জেলা উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও বেসকারি সংস্থার কর্ম কর্তাগণকে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি জেলার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য উল্লেখ পূর্বক তা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য কাজের ধারণা প্রদান করা হয়েছে ।

ভিশন

----------সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত ..... জেলা

মিশন

অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারিগণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল চলমান বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (১) ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচের বিয়ের হার শূন্যে এবং (২) ১৫-১৮ বছর বয়সীদের বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে (১/৩) নামিয়ে আনা।

উদ্দেশ্য

- চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি,
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ,
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ।

কর্মপরিকল্পনাটির আলোকে স্ব-স্ব জেলা, উপজেলার জন্য বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ জানান হয়েছে । বিশদ কর্মপরিকল্পনা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

৫.৫ আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রিন্ট এন্ড ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়া, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং এনজিওদের ভূমিকা

ইউনিসেফ দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজ করে আসছে ।

প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এ সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত এ সংস্থা সরবরাহ করে থাকে। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে ইউনিসেফ বিভিন্নভাবে জিআইইউ'র বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত উদ্ভাবনকে সহযোগিতা করছে ।

সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরে তা নিরসনে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোন উদ্ভাবনকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরতে মিডিয়ার ক্ষমতা অপরিসীম। জিআইইউ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাল্যবিবাহ নিরসনে তার উদ্ভাবনকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিতে চায়। তাছাড়া, সেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি, এনজিও ও সুশীল সমাজকেও জিআইইউ তার উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে গ্রহণ করেছে ।

৫.৬ বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ জোরদারকরণ

বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ নিবন্ধন বা বিবাহ সম্পর্কিত কোন তথ্য উপাত্তের প্রয়োজন হলে তা ইউনিসেফ বা কোন বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংস্থা হতে সংগ্রহ করতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া যায়না। দেশের বার্ষিক বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের ধারাকে নিয়মিত ও চলমান করা। এজন্য জেলা রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এ কার্যালয় থেকে নিবন্ধন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করণ। অনুরূপভাবে আইন ও বিচার বিভাগ যেন নিয়মিত সংকলন প্রকাশ করতে পারে সে উদ্যোগ রয়েছে ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের দ্বারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার তথ্য সংগ্রহের চলমান কার্যক্রমকে জোরদারভাবে অব্যাহত রাখা।

বিবাহ নিবন্ধকের বাহিরে বিবাহ পড়ান এরূপ ৬৫ হাজার ব্যক্তির ডাটাবেজ জেলা প্রশাসকগণ প্রস্তুত করেছেন।

একে হালনাগাদ রাখা এবং জেলা প্রশাসকগণের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া।

৫.৭ বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম

বাল্যবিবাহ নিরোধে এ ইউনিটের উদ্ভাবনী ধারণা ছড়িয়ে দেয়ার প্রাক্কালে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। গণখাতে সেবার মান উন্নয়নে অব্যাহত গবেষণা পরিচালনা এ ইউনিটের অন্যতম কাজ। বাল্যবিবাহ নিরোধে এ ইউনিটের উদ্ভাবনের প্রায়োগিক সাফল্য বিষয়ে স্বাধীন গবেষণাকে এ ইউনিট স্বাগত জানায়। অধিকন্তু, এ ইউনিট নিজেও গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে ।

পরিশিষ্ট-১

ভিশন

----------সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত ..... জেলা

মিশন

অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারিগণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল চলমান বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (১) ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচের বিয়ের হার শূন্যে এবং (২) ১৫-১৮ বছর বয়সীদের বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে (১/৩) নামিয়ে আনা।

উদ্দেশ্য

১। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি,
২। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ,
৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং
৪। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ।

কর্মপরিকল্পনাটির আলোকে স্ব-স্ব জেলা উপজেলার জন্য বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ জানান হয়েছে । বিশদ কর্মপরিকল্পনা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনার নমুনাছক:

চূড়ান্ত ফলাফল	সূচক	বাল্যবিবাহের বর্তমান হার	লক্ষ্যমাত্রা / সময়সীমা					
			২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
বাল্যবিবাহ হ্রাস	বাল্যবিবাহের হার	ক. ১৫ বছরের নিচে						
		খ. ১৮ বছরের নিচে						

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন					
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
১। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি	১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদন কারি ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ তৈরী	তৈরীকৃত ডাটাবেজ	সংখ্যা						
	২। ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ	হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ	%						
	৩। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী ও বিবাহ নিবন্ধকগণকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষিত বিবাহ সম্পাদনকারী	%						
	৪। রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষিত অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা						
	৫। বিবাহ সম্পাদনকারী (ইমাম, পুরোহিত, মৌলভিদের) উদবুদ্ধকরণ সভার আয়োজন	আয়োজিত সভা	সংখ্যা						
	৬। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখা	সম্পাদিত অনিবন্ধিত বাল্যবিবাহ	শতকরা হার						
	৭। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীকে দিয়েই বিবাহ নিবন্ধনের জন্য পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ	বিবাহ নিবন্ধনের জন্য প্রেরিত পাত্র-পাত্রী	হার						
	৮। বিবাহ নিবন্ধককে দিয়ে সকল বিবাহ নিবন্ধন করানো	নিবন্ধিত বিয়ে	হার						
	৯। বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন/ স্থানান্তর	ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরিত বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয়	সংখ্যা						
২। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা	১। নিবন্ধিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শিত কার্যালয়	সংখ্যা						
	২। জেলা নিবন্ধকের দ্বারা বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক নিয়মিত সংগ্রহ	প্রাপ্ত মাসিক তথ্য প্রতিবেদন	সংখ্যা						

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা						বাস্তবায়ন
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	
	৩। ইউনিয়ন ভিত্তিক ট্যাগ অফিসার নিয়োগ	নিয়োগকৃত ট্যাগ অফিসার	সংখ্যা							
	৪। জেলা প্রশাসক থেকে এস এম এস প্রদান	প্রদানকৃত এস এম এস	সংখ্যা							
	৫। উপজেরা পর্যায়ের কর্মকর্তা কৃর্তক মাসে একবার বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয়	সংখ্যা							
	৬। তালিকাভুক্ত বিবাহ সম্পাদনকারির সাথে যোগাযোগ স্থাপন	যোগযোগস্থাপিত	হার							
	৭। বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	হার							
	৮। ওয়ারকশপ/ সেমিনারের সুপারি বাস্তবায়ন করা	বাস্তবায়িত সুপারিশ	হার							
৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	১। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা	পরামর্শ প্রাপ্ত কিশোর/ কিশোরী	সংখ্যা							
	২। সমাবেশের আয়োজন করে নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা সকলকে জানানো	আয়োজিত সমাবেশ	সংখ্যা							
	৩। সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা বিষয়ে কিশোর/কিশোরী দের কাউন্সিলিং করা	কাউন্সিলিংকৃত কিশোর/ কিশোরী	সংখ্যা							
	৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা	আয়োজিত সভা	সংখ্যা							
	৫। এন জি ও/ ইউনিসেফের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা	আয়োজিত সভা	সংখ্যা							
	৬। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন	গঠিত কিশোরী ক্লাব	সংখ্যা							

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা						বাস্তবায়ন
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	
	৭। প্রকৃত অসহায় পরিবার সমাজসেবা/ যুব উন্নয়ন/ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের দ্বারা স্বাবলম্বী করা	স্বাবলম্বী অসহায় পরিবার	সংখ্যা							
	৮। বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা	সম্পৃক্ত ব্যক্তি	%							
	৯। মসজিদে খুতবার পূর্বে বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনা করা	সম্পৃক্ত ব্যক্তি								
	১০। বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিতের জন্য কাগজ পত্র যাচাই ও সংরক্ষণে বাধ্য করা	বিবাহ সম্পাদন কারী গণ কর্তৃক সংরক্ষিত জন্ম সনদ/ বয়স প্রমানক	হার							
৪। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ	১। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা							
	২। পুলিশ বিভাগের নিয়মিত অপারেশন অব্যাহত রাখা	পরিচালিত অপারেশন	সংখ্যা							
	৩। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে মামলা করা	দায়েরকৃত মামলা	%							
	৪। বিবাহ সম্পাদনকারী ও নিবন্ধকদের অনিয়ম হলে আইন প্রয়োগ	আইন প্রয়োগকৃত সংখ্যা	%							
	৫। ইভটিজিং বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	গৃহিত ব্যবস্থা	%							

বি: দ্র: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ এ নমুনার সাথে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম সংযোজন/ বিয়োজন করে নিবে।

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১১.১৫.১২০

তারিখ : ০৮ মাঘ ১৪২২ / ২১ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয়: শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্সে ইনোভেশন ইউনিটের স্মারক নম্বর ০৩.০৯২.৩৩৬.০০.০০.০১৫ অংশ ২০১৪-৫১২; তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সারাদেশের শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের উপাত্তভান্ডার (Databese) প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত উপাত্তভান্ডারের ভিত্তিতে শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার জন্য তার আওতাধীন জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত
মাহ্‌ফুজা বেগম
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৩৯৫

কমিশনার

---------- বিভাগ (সকল)।

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১১.১৫.১২০

তারিখ : ০৮ মাঘ ১৪২২ / ২১ জানুয়ারি ২০১৬

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালায়, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইস্কাটন, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১১. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।
১৩. মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪. ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬
পরিবহন পুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-বিচার-৭/ ২এন-০১/৯৩ (অংশ)-১৫৯ তারিখ ঃ ১৮/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত ১৯/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে "বিবাহ নিবন্ধনের সময় পক্ষগণ মিথ্যা তথ্য দিলে কাজীগণ দায়ী নয়" মর্মে কোন সীল নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ যাতে কাবিন নামায় ব্যবহার করতে না পারেন সে বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর ২৩ক(১) বিধি মোতাবেক কোন নিকাহ রেজিস্ট্রার বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জে,এস,সি বা এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষা পুর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন বিবাহ নিবন্ধন করবেন না মর্মে বিধান রয়েছে। আবার উক্ত বিধিমালার ২৩ক (৩) মোতাবেক বিবাহ নিবন্ধনের সময় বর, কনে বা অন্য কোন ব্যক্তি মিথ্য তথ্য দিলে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন বিবাহ নিবন্ধন করা হলে তজ্জন্য কোন নিকাহ রেজিস্ট্রার দায়ী হবে না মর্মে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে বর, কনে বা অন্য কোন ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য দিলে নিকাহ রেজিস্ট্রার দায়ী হবে না মর্মে উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়টি (সংশ্লিষ্ট নিকাহ রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে) দেখার দায়িত্ব নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক কাবিননামায় প্রদত্ত সীলে ব্যবহার করার বিষয় নয়। বিধায় নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ কর্তৃক কাবিননামায় প্রদত্ত সীলে বিবাহ নিবন্ধনের সময় "পক্ষগণ মিথ্যা তথ্য দিলে নিকাহ রেজিস্ট্রার দায়ী নয়" মর্মে লেখা ব্যবহার না করতে পারেন সে ব্যাপারে সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদানসহ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দেয়া হলো।

০২। একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নিকাহ রেজিস্ট্রার বা বিবাহ নিবন্ধক তার এরাকায়/ অধিক্ষেত্রে থেকেই বিবাহ নিবন্ধন করবেন মর্মে আইন ও বিচার বিবাগ কে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেছেন। মুসলিম বিবাহ (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১৩ অনুযায়ী প্রত্যেকটি নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ এর ১০ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি হিন্দু বিবাহ নিন্ধককে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত উভয় বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রীকরণ অসদাচারণের সামিল এবং উহা নিবন্ধন বাতিলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং "মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকগণ যাতে তাদের নির্ধারিত এলাকা/অধিক্ষেত্র ব্যতিত অন্য কোথাও বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন করতে না পারে" সে ব্যাপারে সকল নিকাহ রেজিস্ট্রার ও বিবাহ নিবন্ধককে জ্ঞাত করানোসহ এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা রেজিস্ট্রারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক অবিলম্বে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ নুরুল আলম সিদ্দীক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপকঃ

১। জেলা রেজিস্ট্রার, (সকল)।

সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরিত হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের এককান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ, বিচার শাখা-৬
সরকারী পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-আর-৬/৭এন- ৮/২০১৫-১৭৫ তারিখ ঃ ২৯/০৪/২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত ১৯/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে "নোটারী পাবলিক এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে পড়াতে বা নিবন্ধন করাতে পারেন না সে বিষয়টি জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন।" মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহের আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছেঃ (ক) বর বা কনে এদের কোন এক পক্ষ কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব প্রদান; (খ) অন্য পক্ষ কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ; (গ) কমপক্ষে ০২(দুই) জন সাক্ষী থাকা; এবং (ঘ) দেনমোহর থাকা। এগুলোর কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে বিবাহ সিদ্ধ হবে না। অধিকন্তু, The Muslim Marriages and Divoreces (Registration) Act, 1974 এর ৩ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এই রেজিস্ট্রেশন করার এখতিয়ার কেবলমাত্র নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণের। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নোটারী পাবলিক কর্তৃক পাত্র/পাত্রী কর্তৃক কেবলমাত্র একটি ঘোষণা সম্বলিত এফিডেভিটের মাধ্যমে তথাকথিত বিয়ে পড়ানো হচ্ছে, যা আইনে মোটেও স্বীকৃত নয়। এতে একদিকে যেমন বিবাহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় তেমনি অন্যদিকে বিবাহ বা তালাক রেজিস্ট্রী না হওয়ায় উহার কোন আইনগত দালিলিক সুরক্ষাও থাকে না। তাছাড়া নোটারী পাবলিকের নিকট এরূপ ঘোষণার আইনগত কোন ভিত্তিও নাই বিধায় নোটারী পাবলিক কর্তৃক এফিডেভিটের মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো ও তালাক রেজিস্ট্রী বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

এমতাবস্থায়, আইনে স্বীকৃত না হওয়ায় নোটারী পাবলিকগণকে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে/ তালাক পাড়াতে বা নিবন্ধন না করতে নির্দেশ দেয়া হলো এবং উক্ত নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট নোটারী পাবলিকগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সকল জেলা জজ, জেল প্রশাসক ও আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ নুরুল আলম সিদ্দীক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

পরিশিষ্ট-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-২ অধিশাখা

নং-৪৬.০১৭.০১৮.০০.০০.০১৩.২০১১-৬৩৫ তারিখ:- ১৬-০৬-২০১৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষযক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

খ২(ক) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স বা তার নিকটবর্তী স্থানে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারদের অফিসের ব্যবস্থা করা। আইন ও বিচার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইউপি চেয়ারম্যানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের)
উপ-সচিব
ফোন- ৯৫১৪১৯০

জেলা প্রশাসক (সকল)

জেলা ----------------------------

অনুলিপিঃ

পরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শাখা-১১ (মাধ্যমিক-২)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০২.০১৪.১৫.৭৪৩

তারিখঃ ০৬ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো সংক্রান্ত।

দারিদ্র্য, কুসংস্কার, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি কারণে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত। বাল্যবিবাহের কারনে অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দেয়ায় মায়েরা এবং তাদের নবজাতক শিশু প্রায়শঃই অপুষ্টি, দুর্বলতা ও নানান শারীরিক সমস্যায় ভোগে।

০২। বিবাহ পড়ানোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিম, মাদ্রাসা শিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক এবং কর্মচারী সম্পৃক্ত থাকেন। বাল্যবিবাহ রোধের ক্ষেত্রে তাদের সকলের সচেতনতা, উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

০৩। স্কুল, কলেজ মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক শিক্ষিকা-কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়স আইনে নির্ধারিত বয়সের নীচে নয় এমন পাত্র-পাত্রী এবং অভিভাবককে বিবাহের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করতে হবে। ধর্মীয় বা অন্য কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইনে নির্ধারিত ন্যূনতম বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বিয়ে পড়াতে হবে এবং বয়স সংক্রান্ত কাগজপত্রও সংরক্ষণ করতে হবে। বিয়ে পড়ানো শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন।

০৪। জেলা শিক্ষা অফিসার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে বাল্যবিবাহের সুফল- কুফল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব
ফোন: ৯৫৭৬৬৭৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রামানুসারে নয়):

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আগারগাঁও ঢাকা।
৮. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) .....।
৯. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ..... (সকাল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধসহ)।
১০. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ..... (পরিপত্রের নির্দেশনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করার জন্য)।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০২.০১৪.১৫.৭৪৩

তারিখঃ ০৬ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবায়, ঢাকা।
২.অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্রালয়/কারিগরি/মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহি/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর) বিভাগ।
৪. যুগ্ম-সচিব (কলেজ/মাধ্যমিক-১/২/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৬. জেলা প্রশাসক (সকল) ..... (অধিক্ষেত্রাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধসহ)।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯.সিনিয়র সিস্টেম এনলিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০. সিনিয়র সহকারি সচিব, শাখা-৪ (সমন্বয় ও সংসদ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(সালমা জাহান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫০৩৪১

পরিশিষ্ট-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- ১০০০
বিদ্যালয়-২ শাখা

স্মারক নম্বর: প্রাগম/বিদ্যা-২/১৪ (বিবিধ)-৩৩/২০১০-২৮৮ তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৩ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষক/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিতকরণ প্রসঙ্গে।

নির্দেশিত হয়ে এতদ্বারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিত করা হল। তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে বিয়ে পড়ানো আবশ্যক হলে আইনে নির্ধারিত পাত্র-পাত্রীর ন্যূনতম বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বিয়ে পড়াতে হবে এবং বয়স সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/ কর্মচারী কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

০২. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ/নিরুৎসাহিত করণে উপর্যুক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ জাজরীন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যা-২)
ফোন: ৯৫৭৭২৫৫

বিতরণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা (তাঁর অধীন সকল দপ্তর/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিষয় অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর বিভাগ
৫. মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (দেশ), ময়মনসিংহ (তাঁর অধীন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৬। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর বিভাগ
৭. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)
৮. সুপার, ... পিটিআই (সকল)।
৯,. উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।

সদয় অবগতির জন্য:
১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষঅ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ১০০০
বিদ্যালয়-২ শাখা

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০৮.০৩১.০০.০০.০২৬.২০১৫-৬৬

তারিখঃ ১৫ মাঘ ১৪২২ / ২৮ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয়: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা- ০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০১৫ অংশ-১.২০১৪-৪৯৮. তারিখ: ২০/১২/২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ জুন ২০১৪ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের ফলোআপ নিম্নরূপ:

গত ২৩ জুন ২০১৪ তারিখে ২৮৮নং স্মরকে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ/নিরুৎসাহিতকরণে নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। সে মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মাসিক সমন্বয় সভায় শিক্ষকগণকে পরিপত্রটি অবহিত করেছেন এবং এর নির্দেশনা ও অনুশাসন মেনে চলতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সমন্বয়ে নিয়মিত উঠোন বৈঠক,মা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য শ্রেনিকক্ষে, উঠোন বৈঠক, মা-সমাবেশ, এসএমসির সভায় বিষয়টি নিয়মিত আলোচনা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
(জাজরীন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যা-২)
ফোনঃ ৯৫৭৭২৫৫

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
{দ্য: আঃ উপ পরিচারক (ইনোভেশন),
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট}

পরিশিষ্ট-৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা
(www.moi.gov.bd)

নং- ১৫.০০.০০০০.০২৪.১৮.১২৮.১৪-৬৪৫

তারিখ: ১১ শ্রাবণ, ১৪২২
২৪ জুলাই, ২০১৫

বিষয়ঃ বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১২/০৭/২০১৫ তারিখের ৩০২ সংখ্যকপত্র

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোল্লিখিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলঃ

১। বাংলাদেশ টেলিভিশনঃ

ক্রমঃ	অনুষ্ঠানের নাম/স্পট ফিলার	ব্যাপ্তিকাল	প্রচারক্রম
১.	স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম এইচ পি এন এস ডিপি প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান "সুখী পরিবার"	২৫ মিনিট	সপ্তাহে ৬ দিন
২.	শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম প্রযোজিত অনুষ্ঠান "প্রজন্মের প্রত্যাশা"	২৫ মিনিট	সপ্তাহে ৩ দিন
৩.	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন (ফিলার)	০২ মিঃ ১০ সেঃ	প্রয়োজনমত

২। বাংলাদেশ বেতার

ক্রম	অনুষ্ঠানের বিষয়	অনুষ্ঠানের আঙ্গিক ও প্রচার সংখ্যা	প্রবিবেদনাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	বাস্তবায়িত কর্মসূচীর টার্গেট গ্রুপ	মন্তব্য
	বাল্যবিবাহ রোধ আইন, বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিক, বাল্যবিবাহ রোধ ও সামাজিক সচেতনতা, বাল্যবিবাহ স্বাস্থ্যগত ঝুকি, বিবাহের উপযুক্ত সময়, বাল্যবিবাহ রোধ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধতম ও জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠান	কাথিকা-১২ আলোচনা-৬ স্পট ড্রামা-২৪ শ্লোগান-২৩০ বার সাক্ষাৎকার-১২ নাটক-১৭ ঘোষণা-৭৫ বার গান/জিঙ্গেল-১৪ জারীগান-২ ফোন-ইন-৪	৩৯৬	সর্বস্তরের সাধারণ শ্রোতা	(ক) স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান যেমন আপনার স্বাস্থ্য (ম্যাগাজিন), রোগ বিজ্ঞাসা (ফোন-ইন-অনুষ্ঠান) সোনালী প্রত্যাশা (জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান), স্বাস্থ্য বিচিত্রা, (ফোন-ইন অনুষ্ঠান), স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা (ম্যাগাজিন), হ্যালো কেমন আছেন (ফোন-ইন-অনুষ্ঠান) ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিক বিষয়ে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় 'আমি মিনা বলছি' ও 'স্বপ্ন ডাঙ্গায় আমরা' অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে ম্যাগাজিন ও কম্পেক্রিট অনুষ্ঠান প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে প্রচার হচ্ছে। (গ) জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে 'সুখের ঠিকানা' 'সুখী সংসার' এবং মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান 'অঙ্গনা' 'ঘরোয়া' বহি শিশা ইত্যাদি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে বাল্যবিাহের ক্ষতিকারক দিক ও সামাজিক সচেতনতামূলক পর্ব সংযোজন করা হয়।
			সর্বমোট-৩৯৬		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সেল শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০৩৭.২২.০১৯.১৫-৮৪৪ তারিখ ঃ ১৬/০৮/২০১৫

বিষয় ঃ ১৮ মার্চ/২০১৪ তারিখে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০১৫ অংশ-১.২০১৪-৩১৬, তারিখ: ০৩.০৮.২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ১৮ মার্চ/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১। Girls Not Brids শ্লোগান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া ঃ (ক) বাল্যবিবাহ রোধকল্পে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিতভাবে লিফলেট ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে Girls Not Brides শ্লোগান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিগত ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত পরামর্শক সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "Girls Not Bride" শ্লোগানটির পোস্টার ছাপানো হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও শিশু একাডেমিতে পোস্টার দেয়া হয়েছে। নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের ৪৬টি কেন্দ্রে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইনের কপি সরবরাহ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দেশে প্রথমবারের মতো ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিবসে জেলা ও উপজেলায় আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে Girls Ntot Brides শ্লোগান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষযক মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ব্রাক এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন এর উদ্যোগে ঢাকায় টিএসসি সড়কদ্বীপে বাল্যবিবহ প্রতিরোধ বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(খ) SAARC এর Apex Baby - South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC) Bangladesh এর প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা সদরে এবং ১টি করে উপজেলায় মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ডাক্তার, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ম্যারিজ রেজিষ্ট্রারসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও র‍্যালি এর আয়োজন করা হয়েছে।

(গ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকায় ২টি ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বাইরে ৪টি বিভাগীয় শহর, ২টি জেলা শহর এবং ১টি উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হবে।

(ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় "শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কল্পে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি" এর মাধ্যমে গত অর্থবছরে ১২৪টি উপজেলায় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, প্রেস ক্লাব প্রতিনিধি, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে প্রতিটি উপজেলায় ৭৫ জন ব্যক্তিকে সচেতনাতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সচেতনতামূলক র‍্যালি আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা ও থান পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিযন পরিষদ সদস্য, ডাক্তার, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ম্যারিজ রেজিষ্ট্রারসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান অর্থ বছরেও বাল্যবিবাহ রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বাদ বাকী উপজেলাগুলোতে এ কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

পরিশিষ্ট-১০

বিবাহ নিবন্ধক ব্যতিত যারা সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গের বিভাগওয়ারী উপাত্ত ভান্ডার (ডাটাবেজ)

বিভাগ	জেলা	সংখ্যা
ঢাকা	ঢাকা	৭৫০
	নারায়ণগঞ্জ	২৭৭
	কিশোরগঞ্জ	১৯৭৬
	মানিকগঞ্জ	১০৬৯
	মাদারীপুর	১৬৯
	গোপালগঞ্জ	১৫৩
	নরসিংদী	২৪৮
	গাজীপুর	৩২৭
	শরীয়তপুর	১৩৪
	টাঙ্গাইল	১৭০২
	রাজবাড়ী	১০১৯
	মুন্সিগঞ্জ	১১২৮
	ফরিদপুর	১৫১
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২৬৫৫
	ফেনী	১৫৪৮
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৪২৮
	রাঙ্গামাটি	৯২
	নোয়াখালী	৩০১৯
	চাঁদপুর	১৫৯২
	লক্ষীপুর	১৪১৫
	কুমিলা	১২২৯
	কক্সবাজার	৫৯২
	খাগড়াছড়ি	২২৫
	বান্দরবান	১২৮
রাজশাহী	রাজশাহী	২৬৯৮
	পাবনা	১৯৩৯
	বগুড়া	১১৩৪
	সিরাজগঞ্জ	১৯৯০
	নাটোর	৬৭২
	জয়পুরহাট	১২৪২
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫৯১
	নওগাঁ	২২৩৪
বরিশাল	বরিশাল	২৪৯
	ভোলা	৪৫৫
	বরগুনা	৪৮
	ঝালকাঠি	২১৩
	পটুয়াখালী	৪৩০
	পিরোজপুর	১৯৭
খুলনা	খুলনা	৮৬
	সাতক্ষীরা	৭৩৪
	নড়াইল	৮৮৬
	চুয়াডাঙ্গা	৫০৮
	কুষ্টিয়া	৯৬২
	মাগুরা	২৫৯
	যশোর	১৩১
	বাগেরহাট	৩২৯
	মেহেরপুর	৩৩১
	ঝিনাইদহ	৪৯০
সিলেট	সিলেট	৫২০
	সুনামগঞ্জ	১৪১৪
	মৌলভীবাজার	৩৪৪
	হবিগঞ্জ	৪৮১
রংপুর	রংপুর	২৩০৬
	গাইবান্ধা	৪১২৬
	ঠাকুরগাঁও	৫৯৩
	কুড়িগ্রাম	৪৯০
	পঞ্চগড়	১৬২৮
	দিনাজপুর	২৬৪১
	নীলফামারী	২২৭৬
	লালমনিরহাট	১৫০৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	২৭০১
	জামালপুর	৫৪৫
	শেরপুর	২৭৮
	নেত্রকোণা	২৫৬
সর্বমোট = ৬৪ জেলা		৬৪,৭৬৪

পরিশিষ্ট-১১

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সূত্র নং-৬০১৪/ইফাঃ সমন্বয়/৮/০৩/(অংশ-১)/৬৬৯৬ তারিখঃ ৮/০৬/২০১৪ খ্রিঃ

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।
সূত্র নং-১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.১২-০১, তারিখ-২৮/০৫/২০১৪ইং

জনাব,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্।
উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্র নং-০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০১৫.২০১৪-১০৪, এর ১৮ মার্চ সভার কার্যবিবরণীর ৩নং অনুচ্ছেদে ইমামদের জুমআর খুতবায় এবং ইমাম প্রশিক্ষণকালে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বক্তব্য রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগ জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণকে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের ইমামদেরকে জুমআর নামাজের খুতবায় বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার উপর মতামত ও বক্তব্য পরামর্শ প্রদানের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি মহোদয়কে অবহিত করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
(সামীম মোহাম্মদ আফজাল)
মহাপরিচারক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পরিশিষ্ট-১২

৫। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও আইনানুগ বিবাহ নিশ্চিতকরণে জেলা পর্যায়ে ব্যবহৃত ছক

নং	জেলা/ উপজেলা	যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন (সরকারিভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক, পুরোহিত ব্যতিত) তাদের ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে কিনা? (হ্যাঁ/ না)	উত্তর হ্যাঁ হলে ডাটাবেজ অনুযায়ী এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা	যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন (সরকারিভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক, পুরোহিত ব্যতিত) তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে কিনা? (হ্যাঁ/ না)	উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের পর তারা নির্দেশনা মেনে চলছেন কিনা?	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট							

পরিশিষ্ট-১৩

বাল্যবিবাহ নিরোধে প্রয়োজনীয় আইন/ বিধির প্রযোজ্য অংশ

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯

ধারা ৪: শিশু বিবাহকারীর শাস্তি- একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ বা আঠারো বৎসরের অধিক বয়স্কা কোন মহিলা কোন শিশুর সহিত বিবাহের চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহার এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই হইতে পারে।

ধারা ৫: বিবাহ সম্পন্নকারীর শাস্তি- যে কোন ব্যক্তি নাবালকের বিবাহ সম্পন্ন করিলে কিংবা উক্ত বিবাহ পরিচালনা করিলে অথবা উহা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিলে, যদি সে ব্যক্তি প্রমাণ করিতে না পারে যে, বিবাহটি নাবালকের বিবাহ ছিল না বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় প্রকারের দণ্ড হইতে পারে।

ধারা ৬: অভিভাবকের শাস্তি- (১) যেখানে কোন নাবালক বাল্যবিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং পিতামাতা কিংবা আইনানুগ অথবা বেআইনী যে কোন ক্ষমতাবলেই হউক না কেন, কোন ব্যক্তি ঐ নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উক্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করিবার পথে কোন কার্য করিতে কিংবা উহা সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিতে অথবা বিবাহটি বন্ধ করিবার ব্যাপারে গাফিলতির দরুন ব্যর্থ হইয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাহার এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা কেবল জরিমানা, যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই হইতে পারে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪

ধারা ৩ : বিবাহ রেজিষ্ট্রীকরণ- অন্য যে কোন আইন, রেওয়াজ বা প্রথায় যাহাই থাকুক না কেন মুসলিম আইন অনুযায়ী সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহ এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

ধারা ৪ : নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারগণ- অত্র আইন অনুসারে বিবাহ রেজিষ্ট্রীকরণের উদ্দেশ্যে, সরকার যেমন আবশ্যক মনে করিবেন এমন সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য

লাইসেন্স প্রদান করিবেন, এবং ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে নিকাহ রেজিষ্ট্রার বলা হইবে। তবে অবশ্য, কোন এক এলাকার জন্য একজনের বেশী নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

ধারা ৫ (২) : উপ-ধারা (১) এর বিধান যে কোন ব্যক্তি লংঘন করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম করাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯

১ [২৩ক] : নিকাহ্ রেজিস্ট্রি কার্যক্রমের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, ইত্যাদি পরীক্ষাকরণ।

(১) কোন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে,এস,সি) বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস,এস,সি) বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষাপূর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া কোন বিবাহ নিবন্ধন করিবেন না।

(২) উপ–ধারা (১) এ উল্লিখিত কাগজপত্র না থাকিলে বর ও কনের বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাতা, পিতা ও আইনগত অভিভাবক প্রদত্ত বয়স সংক্রান্ত হলফ-নামা দ্বারা বর ও কনের বয়স নির্ধারণপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৩) বিবাহ নিবন্ধনের সময় বর, কনে বা অন্য কোন ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য দিলে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন বিবাহ নিবন্ধন করা হইলে তজ্জন্য কোন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার দায়ী হইবে না।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২

ধারা ৩ : হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন-

(১) অন্য কোন আইন, প্রথা ও রীতি-নীতিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু বিবাহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন হিন্দু বিবাহ এই আইনের অধীন নিবন্ধিত না হইলেও উহার কারণে কোন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুন্ন হইবে না।

ধারা ৫ : হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ-

অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ২১ (একুশ) বৎসরের কম বয়স্ক কোন হিন্দু পুরুষ বা ১৮ (আঠার) বৎসরের কম বয়স্ক কোন হিন্দু নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে উহা এই আইনের অধীন নিবন্ধনযোগ্য হইবে না।

ধারা ৬ : বিবাহ নিবন্ধনকরণ পদ্ধতি-

(১) হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, বিবাহের যে কোন পক্ষের, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবাহ নিবন্ধন করিবেন।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত কোন বিবাহের যে কোন পক্ষের, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইনের বিধান অনুসরণক্রমে নিবন্ধন করা যাইবে।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩

ধারা ১৯ : বিবাহ নিবন্ধন কার্যক্রমের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, ইত্যাদি পরীক্ষাকরণ-

(১) কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে,এস,সি) বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস,এস,সি) বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষা পূর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া কোনো বিবাহ নিবন্ধন করিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কাগজপত্র না থাকিলে, বর ও কনের বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাতা, পিতা বা আইনগত অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত বয়স সংক্রান্ত হলফনামা দ্বারা বর ও কনের বয়স নির্ধারণপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৩) বিবাহ নিবন্ধনের সময় বর, কনে বা অন্য কোনো ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো বিবাহ নিবন্ধন করা হইলে, তজ্জন্য কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক দায়ী হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) দ্বারা বর ও কনের বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট বিবাহ নিবন্ধককে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-১৪

জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করার জন্য পালনীয় শর্তসমূহ:

প্রায়শ: লক্ষ্য করা যায় যে কোন কোন জেলা বা উপজেলা প্রশাসন স্ব-স্ব জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করেছে। কিন্তু ঘোষণার স্বপক্ষে তেমন কোন তথ্য উপাত্ত থাকছেনা। প্রকৃতপক্ষেই কোন জেলা, উপজেলা বাল্যবিবাহ মুক্ত হচ্ছে কিনা তা ঐ ঘোষণা থেকে অনুধাবন করা যায় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোন জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণার পূর্বে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেয়া গেল।

১। কোন জেলা/ উপজেলাকে যে সময়ে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হবে তার পূর্ববর্তী কমপক্ষে ৩ বছরের বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা পর্যালোচনা করা। ক্রমাগত বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা উচ্চহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করা। ক্রমগত নিবন্ধিত বিবাহের সংখ্যার উচ্চহারে বৃদ্ধি বাল্যবিবাহ হ্রাসের ইঙ্গিতবাহী;

২। পূর্ববর্তী ২ বছরে হাসপাতাল/ ক্লিনিকে সন্তান প্রসবকারী মায়েদের মধ্যে ১৯ বছরের নিচে কত মা সন্তান প্রসব করেছে তার তথ্য সংগ্রহ করা। এ ধরনের তথ্য শূণ্য হওয়া কমবয়সী মেয়েদের বিবাহের হার হ্রাস পাওয়াকে সমর্থন করে;

৩। জেলা/ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়/ মাদ্রাসাসমূহ থেকে ঝরে পড়া ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহ করা এবং তারা বাল্যবিবাহ করেনি মর্মে নিশ্চিত হওয়া;

৪। উপজেলার ক্ষেত্রে ন্যূনতম একটি ইউনিয়নকে নির্বাচিত করে সেখানে মুক্ত ঘোষণা পূর্ববর্তী ১ বছরের বিবাহ সম্পর্কে জরিপ করা এবং ঐ সময়ে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হওয়া;

৫। জেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে সকল উপজেলা থেকে ক্রমিক ৪ অনুসারে বাল্যবিবাহ হয়নি মর্মে নিশ্চিত হওয়া;

৬। সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক এবং তালিকাভুক্ত বিবাহ সম্পাদনকারীগণের বাইরে কেউ বিবাহ পড়াননি তা নিশ্চিত হওয়া;

৭। জেলা/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বাল্যবিবাহ নিরোধে নিয়োজিত এনজিও এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণার পূর্ববর্তী ১ বছরে তাদের গোচরে কোন বাল্যবিবাহ হয়নি তা নিশ্চিত হওয়া;

৮। উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ হলে কোন জেলা/ উপজেলাকে প্রাথমিকভাবে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা;

৯। প্রাথমিকভাবে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা পরবর্তী তিন বছর জরিপের মাধ্যমে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হলে জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা।

বাল্যবিবাহ দন্ডনীয় অপরাধ
বাল্যবিবাহ রোধ করুন

প্রকাশনায়:
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.giupmo.gov.bd